১১ই জিলহজ্জ ঃ

১) যোয়ালের পর, পরপর ৩ শয়তানকে (ছোট - মেজ - বড়) ৭টি করে মোট ২১টি পাথর একটি করে মারতে হবে। (ওয়াজিব)।
বিঃদ্রঃ- ছোট এবং মেজ শয়তানকে কাঁকর মারার পর দোয়া কিন্তু বড় শয়তানকে কাঁকর মারার পর দোয়া নিষেধ। সঙ্গে সঙ্গে ঐখান থেকে চলে আসতে হবে।

২) সমস্ত নামাজ সময়মত পড়া।

১২ই জিলহজ্জ ঃ

১) যোয়ালের পর, পরপর ৩ শয়তানকে (ছোট - মেজ - বড়) ৭টি করে মোট ২১টি পাথর একটি করে মারতে হবে। (ওয়াজিব)।
বিঃদ্রঃ- ছোট এবং মেজ শয়তানকে কাঁকর মারার পর দোয়া কিন্তু বড় শয়তানকে কাঁকর মারার পর দোয়া নিষেধ। সঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করতে হবে। (ওয়াজিব)।

২) সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা হইতে মক্কাগামী রওনা।
বিঃদ্রঃ- ১২ তারিখে সঠিক সময়ে রওনা না হতে পারলে ১৩ তারিখে যোয়ালের পর তিন শয়তান কে কাঁকর মেরে মোট ২১টি কাঁকর মেরে মক্কায় রওনা।

হজ্জের কাজ সমাপ্ত হল

১) ১৩ই জিলহজ্জ তারিখে থেকে গেলে জোয়ালের পরে পর পর তিন শয়তানকে ২১টি কাঁকর মারতে হবে। পরে মক্কা রওনা।

১। উম্রার নিয়েত ঃ- আল্ল-হুম্মা ইন্নি উরিদুল উমরাতা ফাইয়াস সিরহা-লী অ-তাকাব্বাল হা-মিন্নি।

২। তওয়াফ করার নিয়েত ঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নি উরি-দু তওয়াফা বাইতিকাল হারাম, লিল উমরাতি (লি হাজ্জ- হজের ক্ষেত্রে) সাব আতা আশ-ওয়াতিন ফাইয়াস সিরহুলী-লী ওতাকাব্বাল হু-মিন্নি।

৩। হাজরে আসওয়াদে চুম্মা দেওয়ার দোয়া ঃ- বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হামদ্। আসসালাতু আসসালামু আলা-রসুলিল্লাহ।

৪। সায়ীর নিয়েত ঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নি উরিদু আন আসআ মা-বাইনাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা সাবআতা আশওয়াতিন সাআল উমরাতা লিল্লাহেতাআলা।

৫। সায়ী করার দোওয়া ঃ-লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু অহ্দাহু লা-শারি-কালাহু লা-হুল মুলক্ অলাহুল হামদ্, ইউহয়ী ও ইউমিতু অ-হুও আলা কুল্লি শাইইন কাদী-র।

৬। মসজিদে প্রবেশের দোওয়া ঃ- আল্লাহুম মাফ্তাহ্লি আবওয়াবা রহমাতিকা।

জিয়ারতে মদিনা

১. রওনা হওয়ার সময় কিছু সদকা করা।
২. দরুদশরীফ পড়ে যাবে জিব্রাইল দিয়ে প্রবেশ দোওয়াসহ। এতেকাফের নিয়েতে মসজিদে থাকতে হবে।
৩. জান্নাতের টুকরাতে ২ রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজ পড়ে শুকরিয়া আদায় করা এবং দোয়া করা।
৪. রওজা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধার সাথে নতমস্তকে আদব সহকারে চোখের পানি ফেলে দরুদ ও সালাম জানাতে হবে।
৫. এরপর আমিরুল মোমিনিন হজরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) কে সালাম করতে হবে।
৬. যারা হুজুর (সঃ) - কে সালাম পৌঁছিয়ে দিতে বলেছেন তাঁদের তরফ থেকে সালাম ও দরুদ জানাতে হবে।
৭. মিম্বারের কাছে দোয়া করা। বেশী বেশী সময় দরুদ ও দোয়াতে কাটান।
৮. কমপক্ষে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে নববীতে আদায় পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে পড়লে নবী করীম (সঃ) - এর সুপারিশ ওয়াজিব হবে।
৯. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর রওজা শরীফ জিয়ারত করার চেষ্টা।
১০. জান্নাতুলবাকী এবং অন্যান্য জায়গায় জিয়ারত করতে হবে।
১১. বিদায়ী জিয়ারত - যেদিন ফিরে আসব ২ রাকাত নামাজ পড়ে বিদায়ী জিয়ারত করতে হবে।
১২. দোয়া ঃ বার বার যিয়ারত নসীব হওয়ার জন্য এবং নবীর করিম (সঃ) এঁর সাফায়াত নসীব হওয়ার জন্য।
১৩. দেশে ফিরে যাওয়ার নিয়েত ঃ দ্বীনের মেহনত ও নবীওয়ালা কাজের জিম্বাদারী নিয়ে দেশে ফেরা এবং মৃত্যু পর্যন্ত পুরাপুরি দ্বীনের দায়ী বনে যাওয়া।

এই অধমের জন্য অনুগ্রহ করে একটু দোওয়া করবেন।

ডাঃ আবু বক্কর সরদার
বাঁকড়া, হাওড়া- 711403, মো ঃ 9836842506
সহযোগীতায় ঃ- মাওলানা আমানুল্লাহ পুরকাইত
(দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হজ্জ ও ওমরার সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা

(তামাত্তু হজ্জ)

১। মাওলানা মুফতি আব্দুল কাদের মোল্লা (দেওবন্দ)।
২। হাফেজ মাওলানা মুফতি সফিউল্লাহ বৈদ্য (দেওবন্দ)।

১। তালবিয়া ঃ- লাব্বাইকা অল্লা - হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা - শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ানন্নিয়ামাতা লাকা অলমুলক, লা - শারিকা লা-ক।

২। রুকনে ইয়ামিন থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পড়তে হবে ঃ- রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও অফিল আ-খিরতি হাসানাতাঁও অকিনা আজাবান্নার। অ য়া'দ খিলনাল জান্নাতা মায়াল আবরার ইয়া আজিজু ইয়া গফফার। ইয়া রব্বাল আ-লামি-ন।

৩। জমজমের পানি পান করার দোওয়া ঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নি আস আলুকা ইলমান নাফিয়াঁন, অ-রিজক্বন ওয়াছিয়াঁও,অ-শিফাআম মিন কুল্লি দাইন।

✪ হজ্জের ফরজ তিনটি ✪

১. এহ্রাম বাঁধা (মিকাত থেকে)।
২. আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত থাকা (৯ই জিলহজ্জ)।
৩. তওয়াফে জিয়ারত করা (কাবা ঘর)।

✪ হজ্জের ওয়াজিব ছয়টি ✪

১. সায়ী করা (সাফা ও মারওয়া)।
২. মুজদালিফায় রাত্রি কাটানো। (৯ই জিলহজ্জ দিনগত রাত্রে)
৩. শয়তানকে কাঁকর মারা (তিনদিনে মোট ৪৯)।
৪. কুরবাণী করা। ৫. মাথা মুন্ডন করা।
৬. বিদায়ী তাওয়াফ করা (কাবা ঘর)।

✪ ওমরার ফরজ দুটি ✪

(১) এহ্রাম বাঁধা (২) তওয়াফ করা।

✪ ওমরার ওয়াজিব দুটি ✪

(১) সায়ী করা (২) সায়ী করার পর মাথা মুন্ডন করা।

তামাত্তু হজ্জের ওমরার এহরামের প্রস্তুতি

এহরাম ঃ (বাড়ী থেকে বের হবার আগে)

১) হাজামত বানানোর অর্থাৎ নখ, গোঁফ, বগল এবং নাভীর নীচের চুল কাটা। ২) উত্তমরূপে গোসল করা - সাবান মেখে ময়লা তুলে। ৩) এহরামের কাপড় পরিধান (আতর লাগানো সুন্নত) এবং কিছু সদ্‌কা করা। ৪) মাথা ঢেকে দু রাকাত এহরামের নামাজ পড়া (১ম রাকাতে সূরা কাফেরুন এবং ২য় রাকাতে সূরা ইখলাস)। ৫) সালাম ফিরিয়ে- ক) মাথার কাপড় খুলা। খ) এহরামের নিয়েত করা। গ) তালবিয়াহ্ ৩ বার উচ্চস্বরে পড়া। (মেয়েরা মনে মনে পড়বে)। ৬) এহরামে হালতের সমস্ত পাবন্দি মেনে চলতে হবে। পাবন্দিগুলি হল ঃ- ✪ মাথা ও মুখ ঢাকা নিষেধ। ✪ সেলাই করা বস্ত্র বা পোষাকের গঠনে কোন পোষাক পড়া নিষেধ। ✪ খুসবু ব্যবহার নিষেধ। ✪ চুলকাটা নিষেধ। ✪ নখ কাটা নিষেধ। ✪ শিকার করা, এবং তার সাহায্য করা নিষেধ। ✪ বিবির মিলন এবং ঐ লাইনের কথাবার্ত নিষেধ। ✪ পায়ের উপর পাতার উঁচু হাড়টি ঢাকা নিষেধ। ✪ কোন প্রকারের পাপ (নাফরমানি) নিষেধ। ✪ ঝগড়া করা নিষেধ ইত্যাদি।

হারাম শরীফে প্রবেশ

১) অজুসহ বাবুস সলাম দিয়ে হারম শরীফে প্রবেশ এবং কাবাশরীফ দর্শনের মসনুন দোওয়া পড়া। ক) তালবিয়া ও দরুদশরীফ ও মসজিদ প্রবেশের দোওয়া পড়া ও ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা এবং এতেকাফের নিয়ত করা। খ) বায়তুল্লাহ প্রথম নজরে দীর্ঘক্ষণ প্রাণভরে দোওয়া করা (এ দোওয়া অবশ্যই কবুল হয়)।

২) হাজরে আসওয়াদের আগে ওমরার তওয়াফের নিয়ত করা। ৩) ডান দিক থেকে তওয়াফ শুরু করা (ইজতেবার সাথে এবং প্রথম তিন চক্রে রমল হবে। ৪) সাতচক্র পুরা করিবার পর মকামে ইব্রাহীমের পিছনে ওয়াজিবুত তাওয়াফ দুই রাকাত নামাজ পড়া। ৫) নামাজ বাদ দোওয়া করে জমজমের পানি পান করা ও দোওয়া করা। ৬) সাফা পাহাড়ে সায়ীর নিয়েত করে, দোয়া চেয়ে, মারওয়া রওয়ানা হওয়া। সবুজ বাতির মধ্যে মধ্যম পন্থায় দৌড়ান। মস্‌নুন দোয়া এবং ৪র্থ কলেমাসহ। ৭) মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছাইয়া খালি জায়গায় দাঁড়াইয়া কাবামুখী হয়ে দোওয়া করা। (সায়ীর সাত চক্র এইভাবে ওজুর সাথে পুরা করা। (এক চক্র পুরা হল) সয়ী সাফা পাহাড়ে শুরু ও মারওয়ায় শেষ। ৮) সায়ীর সাত চক্র পুরা হলে কাবাশরীফের সামনে এসে সায়ীর দুই রাকাত নফল নামাজ পড়া। ৯) মাথামুন্ডন করা, (মহিলাদের মাহ্‌রম নিজে চুলের অগ্রভাগ এক গিট কেটে দেবে। ১০) এহরামের পাবন্দি শেষ। গোসল করে স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করা।

হজ্জের পাঁচ দিন

৭ই অথবা ৮ই জিলহজ্জ ঃ

এহরামের প্রস্তুতি ঃ-

১) কিছু সদকা করা উত্তম। ২) হাজামত বানানো অর্থাৎ নখ, গোঁফ, বগল এবং নাভীর নীচের চুল কাটা। ৩) উত্তমরূপে গোসল করা - সাবান মেখে ময়লা তুলে। ৪) এহরামের কাপড় পরিধান (আতর লাগানো সুন্নত) ৫) কাবা শরীফে মাথা ঢেকে হজ্জের এহরামের নিয়েতে কাবা ২ রাকাত নামাজ পড়া (১ম রাকাতে সূরা কাফেরুন এবং ২য় রাকাতে সূরা ইখলাস)। ৬) সালাম ফিরিয়ে- ক) মাথার কাপড় খুলা। খ) এহরামের নিয়েত করা। নিয়েত ঃ ইয়া আল্লাহ, আমি ফরজ হজের এহরামের নিয়েত করছি। আয় আল্লাহ, আমার জন্য সহজ করুন এবং কবুল করুন) গ) তালবিয়াহ্ ৩ বার উচ্চস্বরে পড়া। (মেয়েরা মনে মনে পড়বে)। ৭) ইজতেবা ও রমলসহ একটি নফল তওয়াফ করা। ৮) মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে ২ রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামাজ পড়া। ৯) সুবিধার্থে একটি সায়ী করা। ১০) এরপর মীনায় রওনা।

মীনায়

৮ই জিলহজ্জ ঃ (৫ ওয়াক্তের নামাজ)

১) জোহর, আসর মাগরিব, ঈশা ফজরের নামাজ (তকবীরে তাশরীকসহ পড়া)।

২) সূর্য উদয়ের পর আরাফার রওনা

আরাফাতে

৯ই জিলহজ্জ দিনে

যোয়ালের পূর্বে বা পরে গোসল সুন্নত।

১) জোহর নামাজ ঃ ওয়াক্তমত নিজস্ব তাঁবুতে আজান দিয়ে জামাতসহ পড়া। ২) জোহরের পরে বা আগে কোরান তেলায়ত। ৩) জোহরের পরে ঃ— ক) ৪র্থ কলেমা ১০০ বার। খ) সূরা এখলাস ১০০ বার। গ) দরুদে ইব্রাহিম ১০০ বার। ঘ) তিন তস্‌বীহ ১০০ বার। ঙ) ১লা কলেমা ১০০ বার।

৪) আসর বাদ সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাবুর বাইরে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া। (আরাফতের প্রধান আমল)।

৫) আরাফতের ময়দানে ৩টি নিষেধ ঃ-

ক) মাগরিবের সঠিক সময়ের আগে বার বার হওয়া নিষেধ।

খ) মাগরিবের সময় আরম্ভ হলে আরাফতের ময়দানে থাকা নিষেধ।

গ) আরাফার ময়দান ও মুজদালিফার রাস্তায় মাগরিবের নামাজ পড়া নিষেধ।

মুজদালিফায়

৯ই জিলহজ্জ দিনগত রাত্রি

১) মুজদালিফায় পৌঁছিয়ে ঈশার ওয়াক্ত হলে, এক আজানে ও দুই তকবিরে মাগরিব ও ঈশার নামাজ জামাতের সাথে আদায়। (দুই নামাজের মধ্যে সুন্নত, নফল না পড়া, পরে সুন্নত, নফল এবং সর্বশেষ বেতের নামাজ পড়া)।

২) মুজদালিফায় রাত্রিতে অবস্থান। (ঐ রাত্রিটা ইবাদতে মশগুল থাকা)।

৩) সুবেহ সাদেকের পর আওয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামাজ আদায় করা (আজান দিয়ে জামাতসহ)।

৪) মীনায় রওনা হওয়ার পূর্বে কমপক্ষে ১০০টি কাঁকর সংগ্রহ করে পানিতে ধুয়ে নেওয়া উত্তম।

৫) সুবেসাদেকের পর থেকে সূর্যোদয়ের আগে মুজদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)। ঐ সময় দেয়ায় মশগুল থাকা।

১০ই জিলহজ্জ ঃ

মীনায় পৌঁছিয়ে ৩টি কাজ ওয়াজিব এবং তার তরতীব ওয়াজিব।

১) ইশরাকের পর বড় শয়তানকে ৭টি কাঁকর এক একটি করে মারতে হবে। (ওয়াজিব)।

দোয়া ঃ-বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

বিঃদ্রঃ-কাঁকর মারার পর তালবিয়াহ্ বন্ধ হবে।

২) কোরবানী নিজে অথবা ঘনিষ্ট সাথীর দ্বারা করতে হবে (ওয়াজিব)। ব্যাঙ্কের মাধ্যমেও করা যায়।

৩) মাথামুন্ডন করা (ওয়াজিব) এবং স্বাভাবিক পোষাক পরিধান।

বিঃদ্রঃ-বিবির মিলন ছাড়া এহরামের সব পাবন্দি কেটে গেল।

৪) তওয়াফের জিয়ারতের জন্য মক্কায় রওনা।

বিঃদ্রঃ- ১০, ১১ এবং ১২ জিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত তওয়াফে জিয়ারতের সময়।

৫) সাথী করতে হবে, (যদি ৭ই জিলহজ্জ না করা থাকে) (ওয়াজিব)।

৬) মক্কার তওয়াফে জিয়ারতের পর মীনায় রওনা।

৭) ওয়াক্ত মত সমস্ত নামাজ আদায় করা।